মনাক

মৈনাক

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কবিতা-ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা
১৩৪৭

প্রকাশক : গ্রন্থকার
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
মুদ্রাকর : শ্রীকানাইলাল গুপ্ত
রংমশাল প্রেস, লিঃ
৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

এপ্রিল, ১৯৪০

বৈশাখ, ১৩৪৭

দাম এক টাকা

এই গ্রন্থকারের পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ :
শবরী (কবিতা)
শ্মশানে বসন্ত (ছোটো-গল্প)

We are closed in, and the key is turned
On our uncertainty;

W. B. Yeats.

তোমাকে

ভীড়াক্রান্ত আকাশের চিরপ্রেত লোকে
শতাব্দীর শব্দহীন তরী
এলো আর গেল।
কতবার নীল চোখে মৃত্যু হানা দিল
কতবার! প্রথম প্রণয় শেষ
নিবিড় অরণ্য শুধু বৎসরের বাসন্তী আবেশ।

ধরিত্রীর শববাহী দেহে
সারারাত্রি ভেজা ঘাসে আমাদের পদক্ষেপ নেই।

বাঁধানো হাড়ের দেহ, স্তূপীকৃত স্নায়ুশিরা ঘেরা
সূর্য্যহীন দিন
শীতের সারথি কঙ্কাল—
সব-জানা মন
সবকিছু জানা।

আমাদের ক্ষয়িষ্ণু রেখারা
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে, শতাব্দীর পদক্ষেপে ;
তবু আজ দুঃসাহস
তবু আজ চেয়েছি তোমাকে।

কথা কও তুমি

স্মৃতির দুয়ারে শঙ্কিত করাঘাত
বন্যার মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপ যেন,
কথা কও তুমি, কথা কও তুমি, প্রিয়,
আলোতে-ছায়াতে দুরন্ত সন্ধ্যায়।

গৈরিক মাটি অস্তাচলের তীরে
স্বর্ণ-শিখায় বিপুল সম্ভাবনা
মরজগতের বিবর্ণ কৃশ ছবি
স্মৃতির দুয়ারে নাহি করে আনাগোনা।

ছোট-ছোট ডাক শঙ্কিত ভীরুতায়
চঞ্চল হল হরিণশিশুর মত,
কথা কও তুমি, কথা কও তুমি, প্রিয়,
সময়ের ঢেউ কর তুমি রঞ্জিত

টুক্‌রো হাসিতে, হাল্‌কা মুখরতায়।
টুক্‌রো গানেতে স্তব্ধ নীরবতায়
ছিঁড়ে ফেলো তুমি, ছিঁড়ে ফেলো তুমি,
প্রিয়। ছিঁড়ে ফেলো যত শঙ্কিত ভীরুতায়।
কথার শিখায় অভিসারে এসো দ্রুত।

মৈনাক

বন্যার মাঝে ছোট-ছোট দ্বীপগুলি
অঙ্কিত কর পুষ্পিত সজ্জায়;
কঙ্কন আজি ধ্বনিয়া উঠুক গানে
নীল অঞ্চল ফেনায়িত আহ্বানে
কম্পনে গানে ছিঁড়ে ফেলো যত
শঙ্কিত ভীরুতায়,
বেজে ওঠো আজ হাল্‌কা মুখরতায়।

অবসর

আমরা ছিঁড়েছি দুর্গম দিন। . মন্থরতা
দিয়াছে অনেক প্রলাপ কাহিনী। স্মৃতির ছায়ে
এসেছে দানব ঈশান কোণের ধূম্র রথে :
রাখীবন্ধনী ছিঁড়ে গেছে। আজ, সময় হল ?

এখানে যুদ্ধ। বন্ধ্যা মাটির প্রাসাদ গড়ি
বুদ্ধির ধারে শীর্ণ শরীর শানানো শুধু
মৃত্যু দূতেরা নিশ্চুপ মনে মন্ত্র পড়ে—
দিবা অবসান সেতুবন্ধনে, সন্ধ্যা এলো।

ধারকরা তাপে দেহ সেঁকে নাও শয্যাশায়ী
শরসন্ধানী মন মেলে মিছে মিলাতে চাও
দূরে ঝাউবনে ঝোড়ো রাত কাঁদে ক্লান্ত মনে
বহুবছরের অভিশাপে ভরা স্বপ্ন শুধু।

কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত ডালে আকাশ আলো
তোমার আমার মধ্যে বিরাট স্মৃতির সেতু
মাঘের সূর্য্য তীর্থযাত্রী। বিশাল ছায়া।
প্রলাপী মনের পাঁচিলে রুদ্ধ। মিথ্যে খোঁজা

পাশা

মোহমুক্তির দুরূহ তর্কজালে
শান্তির ছায়া কোন্ দূরে পলাতক,
বহু নিমেষের জরতী জারকারকে
জীবনের পাশা মেলেছে জুয়ার ছক।

বণিক মনের ক্লান্তির অবকাশে
নীল পাহাড়ের নির্জ্জন হাতছানি ;
সেখানে বিছানো পাইন-কুঞ্জবনে
বাঁকানো আকাশে শান্তির রাজধানী।

যে জীবন গাঁথা বহু মৃত্যুর ভিতে
বিস্মৃতি পাবে ঈশ্বর অহিফেনে ?
অস্থির নীচে অস্থির নীচতায়
অগ্রগতিকে পারবে তো নিতে চিনে ?

নীল আঁচলের শ্লথ কটিবন্ধনী
বাঁকানো ঠোঁটের কঠিন কুসুম মায়া
নীল নয়নের নিভৃত আকাশ-কোণে
বলাকার ডানা মেলেছে কোমল ছায়া।

কোথা ফাল্গুনি ! ফাল্গুন এলো এ যে !
জীবন শকুনী মেলেছে জুয়ার ছক :
মোহমুক্তির দুরূহ তর্কজালে
শান্তির ছায়া কোন্ দূরে পলাতক।

দুটি কবিতা

(শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-কে)

(১)

মোড়

আমাকে ঘোরাও কেনো ? এ অশনি গর্ব্বে—
সময়ের স্ফীত নদী কম্পিত সরল।
অনলস কাল বোনে উর্ণা-স্মৃতি অক্লপণ মোহে
আমাকে ঘোরাও কেনো, বেপথু হতাশ।

জানু ছিঁড়ে জাহ্নবীর পুনর্জ্জন্ম দূরপরাহত
কতবার ভুল হল, জীর্ণ প্রেম—শশকবিষাণ।
আত্মগর্ব্বে অতিস্ফীত চিরদিন অদিতির মত
জীবনের নীলা-স্বপ্ন লুপ্ত হল ক্লান্তির গহ্বরে।

সূর্য্যরশ্মি ঘেরা যত ক্ষীণকটি নারীবাহিনীর
সরল মসৃণ মিথ্যা, অজেয় তবুও।
ভীত গর্ব্ব, কামনার ঘন অবসাদে
করুণ পল্লব নীচে আজিকেও জাগাবে বিভ্রম।

স্বচ্ছ মেদে সরলতা, অভিনব অভিনেতা যেন
উত্তেজিত জয়গর্ব্বে, সময়ের শাসনে উদ্ধত।
শৈবালে পিচ্ছিল শত উপলের পাহাড়ের মত
প্রতিদিন ক্লান্তিহীন পৃথিবীর আত্মপরিক্রমা।

আমাকে ঘোরাও কেনো শশকবিষাণে
অনলস অন্ধগতি হতাশার গহ্বরের টানে
আমাকে ঘোরাও কেনো জয়হীন জীবনের পথে—
নীলাস্বপ্ন মিলাবার সময় এখনি।

(২)
ব্যবসায়

আমাদের ঘিরে যদি সন্ধ্যা নামে, সন্ধ্যা যদি নামে
অন্ধকারে বন্ধ্যা নারী যদি শোনে তারাদের গান
ক্ষতি নেই কোনো।

পৃথিবীর কোনো ক্ষতি কোনোদিন বোঝা যায়নি তো।
সোনার তরীরা আজ নিরুদ্দেশে হয়েছে উধাও।
সায়াহ্নের আলো নিয়ে নদীগুলি তীক্ষ্ণ তরবারি :
দুপাশে কাশের বন (এখন শরৎ ?)

জীবনের প্রান্তসীমা উচ্ছিষ্ট উল্লাসে
শেষ হল।
দূরদৃষ্টি দুরাদৃষ্ট।
আমাদের তৃতীয় নয়নে সন্ধ্যা।

আমাদের ঘিরে তবু সন্ধ্যা নামে
পৃথিবীর বন্ধ্যা নারী দেহে তার নেই তো বিপ্লব
জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে রাত্রি আসে, রাত্রি বাড়ে।
ঘুঘু নেই। ধূধূ রাত্রি। বিড়ালীর কান্না শোনো।
পৃথিবীর বিশাল প্রাসাদে, শূন্য ঘরে :
বাদুড়ের ঝোড়ো ডানা
ইঁদুরের জটলা মজার।
শূন্য ঘরে চামচিকে ঘোরে

মৈনাক

হে দেবতা!   জনারণ্যে নিখোঁজ আমরা, আমরা নিখোঁজ
হে দেবতা!   নিদাঘের আগে যে আদায়
আকাশের অর্দ্ধচন্দ্র দিয়াছে বিদায়
পৃথিবীর ব্যবসায়।

চিত্র ও চরিত্র

পক্ষভীত মৈনাকের বারুণী আশ্রয়
মীনারণ্যে রাজধানী অত্যন্ত সুন্দর !
আয়ুষ্মতী বসুমতী, কামনার স্বর্ণডিম্ব কোথায় জানকী ?
প্রসন্ন তুষারবায়ু, অরণ্যে কঙ্কাল,
ভবানী আমার গৃহে চিরকাল ভাঁড়ে ঢাকা রয়।

উপত্যকা তুষারে মসৃণ
হরিণের ঝর্ণাধারে দুরন্ত উল্লাস।
চাকরীর বাজার মন্দা, ব্যবসায়ে আর
দলে দলে ভীড় করে মেদস্ফীত চোর-বাটপাড়।
মন্দিরে মানৎ করি, পাণ্ডারা তেতালা তোলে।
আমার সৌভাগ্য বাঁধা সারমেয়-অশ্ব-পদতলে।

বিকেল :
দীর্ঘজীবী প্রৌঢ়-বৃদ্ধ আনাচে-কানাচে
কখনো বা কাসে আর হাঁচে।
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
প্রকাণ্ড প্রহরগুলি গভীর আলস্যে
হাই তোলে
আর ঢোলে।

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো এ তরী···

আকাশ-গঙ্গায়
আধপোড়া জীর্ণ দিন দেখি অসহায়।
এখানে পাণ্ডুর চাঁদ মুখে তার বসন্তের ছাপ

চাঁদ তার স্মৃতি ভুলে গেছে···

হাতেখড়ি

রঙীন্ রেশম-রাত্রি কবরী সৌরভে একদিন কেঁপেছিল।
হে নিষঙ্গী! পঞ্চবাণে কত ধার ছিল?
বল।
শরতের স্ফটিক পাথরে
সূর্য্যরক্ত পান করেছিলে? সোনার প্রদোষে?

দেয়ালি পোকারা নিস্পন্দিত
উপযম নিশাশেষে। করুণ, সবুজ।

আজো তো এ খেয়ালী পৃথিবী
অনর্থক পাক খেয়ে ঘোরে। একদিন যে জীবন
অকস্মাৎ এনেছিল স্পন্দিত বিস্ময় ছোটো জীবকোষে
পৃথিবীর প্রতি পাকে তারা তো ফেঁপেছে।
একদিন তোমার বল্লমে করেছিলে হরিণ শিকার
গম্ভীর গহ্বর পাশে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে
গেয়েছিলে গান: ছন্দহীন উন্মুক্ত উল্লাস।
আজ তারা তোমার স্মরণে
কোথায় রয়েছে?

সন্ধ্যার চিদ্রূপ সভায়
কফি-পাত্র ঘিরে
রাত্রি শুধু বাড়ে।

মৈনাক

এসো বাতায়নে।
চুপিচুপি দেখো অন্ধকার।
কত তাঁরা হিম হয়ে গেছে, তাদের পাবে না
তবু দেখো
সৌরলোকে কত নীল দাঁড়ি।

দেয়ালের দেয়ালি পোকারা
উত্তরের বাতাসেতে পাবে না উত্তর।
হে আকাশ, শব্দবহ! কেনো ক্লান্তি আসে?

সময় কাটে না

(শ্রীযুক্ত সমর সেন-কে)

সময় কাটে না।
খরশব্দ ক্ষিপ্রদিন
স্তব্ধ শূন্য রাত্রি অন্ধকার।
এখানে নেমেছে আজ শরতের সোনার বিকাল
শীতের শিশির-দেশে যাত্রী-দিন মেলিয়াছে পাল
তীব্র শাদা মেঘে।
সূর্য্য, তুমি খাসা তীরন্দাজ
প্রশান্ত সন্ধ্যায় দেখি জীবনের পেয়েছি আন্দাজ।

মহিষের মন্থরতা : দেউলিয়া রাত্রি ঘন হয়
স্তব্ধ তীক্ষ্ণ তুষারের হবে কি প্রলয়?
পথিক পৃথিবী শুধু ক্লান্ত রোমন্থনে
নিতান্ত অলস, তবু শেষ দিন গোনে।

আকাশের আদালতে ফেরারী তারার
কোনো খোঁজ নেই আজ আর।
সোনার বিকাল গেল, বিশাল বিকাল গেল
রাত্রি হল ক্ষুব্ধ স্তব্ধ
নিঃস্ব শূন্যতার।

মৈনাক

তুষারের হবে কি প্রলয় ?
দুঃসহ মিলন দিয়ে আমাদের প্রণয় তো নয় !
বাসনা-বিহ্বল ক্লান্তি নিরক্ষর সূর্য্য জানে না তো
আমাদের মতো ।
কামনা-পিচ্ছিল দিন, বিবস্ত্র প্রহর,
শান্ত চোখ, নীল বন্যা, ধূসর সহর ।
কোমল পল্লব আর জনতা বিশাল
তারার মশাল আর স্তব্ধ মহাকাল ।
কত দেরী, কত দূর, যাবে আজ চেনা ?

সময় কাটে না ।

সন্ধ্যা

বর্ষা সন্ধ্যা।   বিকালের বিষণ্ণ ছায়ারা
রক্তশূন্য প্রদোষের কঙ্কাল মিছিলে
নক্ষত্রের তিথি ভুলে অতিথির মত !
রক্ত থেমে গেছে।   রিক্ত রক্ত।   পদ্ম-ঋতু কবে ?
বিধবার উত্তরীয় দেয়ালের আলো
কখন মিলালো।
আকাশে নক্ষত্র নাই :   ম্লান, বন্ধ্যা।
শ্মশানের ছাই হয়ে আজ এলো
বর্ষা সন্ধ্যা।

হিম হাওয়া।   জীবন্ত নিঃশ্বাসে হিম।   তবু হাওয়া,
হাওয়া দিল।   হিমানীর সৌরভে মসৃণ
নয়, এই হাওয়া নয়।
জীবনের পরাজয় ভয়—আজ এলো ভয়।
পালকের ডানা মেলে বলাকারা কোথায় মিলালো ?
চারিদিকে মেঘ শুধু।   হাওয়া দিল।   শ্মশানের আলো।

তবু আজ অন্ধকারে যদি ডুবে যাই।   যদি যাই !
নিবিড় রাত্রির দীঘি অন্ধকার শৈবালে মসৃণ :
যাই, যদি যাই !
কঙ্কালের মিছিলের কোনো স্মৃতি আমাকে ছোঁবে না
বিধবার উত্তরীয় সেখানে কি যাবে আজ চেনা ?

মৈনাক

মেঘ ছিঁড়ে বলাকা কি আকাশের নীল-নীল হ্রদে
যাবে চলে ?
মিলনের রাত্রিশেষে শান্ত প্রতিপদে
নিয়ে চলো।
নিয়ে চলো নক্ষত্রের আলো-ছায়া হ্রদে
অন্ধকার পথ চিরে।

মহাশূন্য রক্তশূন্য।, পদ্ম-ঋতু। আকাশের জনহীন সভা
আজ বন্ধ্যা :
নক্ষত্রের তিথি ভুলে, শ্মশানের ছাই হয়ে, এলো আজ
বর্ষা-সন্ধ্যা।

স্তব্ধ রাতে

কবে
চৈত্র-তপ্ত দীপ্ত নারী এক
তুষারের বর্ম ছিঁড়ে দৃপ্ত দৃঢ়তায়
দেখা দেবে
কবে

আমাদের ক্রমশ বিচ্ছেদে
সূর্য্যাস্তের আবরণ : এখানে সূর্য্যাস্ত নেই ।
ঝুঁকে-পড়া নির্বিবাদী চাঁদ
পাহাড়ের কুয়াশা ইঙ্গিতে
নির্জ্জনে
বিদায় নেয় ।

হে স্বপ্ন-সারথি !
তোমার উচ্ছিষ্ট অন্ন অন্ধকার জনহীন ক্ষণে
দ্বিধান্বিত মনে
ছায়া ফেলে ।
প্রতিদিন
তোমার তুষার ওষ্ঠ স্তব্ধ সুকঠিন ।

তবু আজ
চকিত সূর্য্যাস্তে দেখি নিদারুণ জ্বলন্ত আকাশ ।
কেকা ডাকে পৃথিবী মুখর
মেঘরাজ্যে কৃষ্ণদূত ছিন্নভিন্ন বজ্রচক্রাঘাতে
অনাগত পদধ্বনি
শুনি
স্তব্ধ রাতে ।

ধানকাটা মাঠ

আমার এ ছোট ঘরে অস্পষ্ট ছায়ারা
কোলাহল করে। রাত্রে শুনি কুকুরের ডাক।
ফিস্‌ফিসে দেয়ালের কানে
ক্লান্তির প্রলাপ।

দিন শেষ হয়ে গেছে।
আমার জীবনে
আর একটি দিন আর বেশী নেই :
রেখারা গভীর হল।
সেই কথা ছায়ারা কি চুপিচুপি বলে
দেয়ালের কানে
ক্লান্তির প্রলাপে ?

প্রতি রোমকূপে
সময় দিয়েছে তার হাত
হিম-ছুরিময়, এই ফিস্‌ফিসে রাত।

হেমন্তের নিভন্ত বিকেলে
ধানকাটা মাঠ
চকিত হঠাৎ
চোখে পড়েছিল।
কর্কশ খড়ের ঝুঁটি রুগ্ন মাঠে শুধু ফুটেছিল।
আমার এক একটি দিন আর সব রাত
হেমন্তের বিকেলের ধানকাটা মাঠ।

মৈনাক

আমার এ-দিনগুলি রক্ত পিষে নিয়ে
দেবতাকে করেছে সুন্দর :
ছায়ামগ্ন এই রাত হিম হাত দিয়ে
আমাকে করেছে প্রস্তর।
অস্পষ্ট ছায়ারা সব তন্দ্রার ভিতরে
দুঃস্বপ্ন আনে
সেই কথা শুনিয়াছি ক্লান্তির প্রলাপে
দেয়ালের কানে।

রাত্রির এ অন্ধকারে মানুষের খাদ্য হতে,
দলে-দলে গরু-ভেড়া চলে,
কালকের ডিনার টেবিলে
তন্দ্রায় মন্থর সেই অস্পষ্ট খুরের শব্দ
কখনো কি আর মনে পড়ে ?

প্রতি পলে রক্ত দিয়ে এ সৃষ্টিকে করেছি আমরা
বহু ঐশ্বর্য্যময়,
আমার এ-গান হোক বিধাতার খেয়ালি হিসাবে
বিদ্রোহ দুর্জ্জয়।

দুঃসহ যৌবনগুলি দুঃস্বপ্নের ভারে মরে যায়
মানুষের ছিন্ন রুটিখানি, তাও হায় দেবতাই পায় !
আমরা চলেছি দলে-দলে সময়ের এ সুড়ঙ্গ-পথে
সৃষ্টিকে বাঁচাতে শুধু, দেবতার খাদ্য শুধু হতে !

মৈনাক

হেমন্তের বিকেলের স্তব্ধ কুয়াসায়
নিভন্ত দিনের শেষে রুগ্ন অসহায়
এক একটি ধানকাটা মাঠ।
আমাদের ফসলেতে বণিকেরা ফুলে ফেঁপে ওঠে
আমাদের বুকে শুধু পিপাসিত খড় ফুটে ওঠে।

সেই কথা শুনিয়াছি আজ রাতে
ছায়াদের গানে,
সেই কথা জাগিয়াছে ফিস্‌ফিসে
দেয়ালের কানে।

নতুন বছর

নবমীর চাঁদে স্বর্ণ প্রদীপ জ্বেলে
বিখ্যাত জেলে রাত্রি এখানে এলো :
স্বপ্নের জাল ছড়াবে আমার মনে
স্বপ্নের জাল, তন্দ্রায় এলোমেলো।

মরা দিন নিয়ে ব্যক্‌সা করি না আমি
আমাকে তা সাজে না :
নির্জ্জন হ্রদে কোন্ কথা বলেছিলে
আজ মনে পড়ে না।

রাত্রির জেলে তবু তো করে না ক্ষমা
স্বপ্নের জাল নির্ম্মম হাতে টানে
মাঝ-রাতে দেখি ভাঙা স্মৃতি জুড়ে যায়
ভুলে-যাওয়া গান এই রাত মনে আনে।

বৎসর শেষ ! জেটিতে জেটিতে সাইরেন শোনা যায়
স্পন্দনহীন স্তব্ধ আকাশ
পাণ্ডুর কুয়াসায়।
অনেক দিনেরা চেখে গেল আমাদের
অনেক দিনের বাসি :
ব্যর্থ করুণ তারায় তারায়
রুগ্ন পাণ্ডু হাসি।

মৈনাক

এর চেয়ে চলো স্পেইনে কি চায়নায়
কথা জড় কর, ভালো বক্তৃতা দাও :
(সমিতির আগে আড়চোখে আয়নায়
প্রসাধনখানি নেপথ্যে সেরে নাও)।

চায়ের আসরে স্বয়ম্বরার সভা
কার-পেজেণ্টে হাজার দাতার ভীড়।
নতুন বছর :
সাইরেন থেমে গেছে—
এখানে রাত্রি মন্থর, সুনিবিড়।

স্বর্ণ-প্রদীপ নিভে গেল দেখি
উষর উষার দেহ :
নির্জ্জন নভে জীর্ণ এ সমারোহ।

বিখ্যাত জেলে কেনো আসো বারবার ?
পিক্‌নিকে চল
ডায়মণ্ড-হারবার।

ক্যাশিয়ার

মধ্যাহ্ন-দুঃস্বপ্ন শেষ হল
সারস্বত ব্রত আজ লক্ষ্মীর পূজারী
দেখো দূরে মায়াবী আকাশে
এ সন্ধ্যার অন্ধকার-ঝারি।

যৌবন কটাক্ষ-বাণে দ্বিধাগ্রস্ত তুমি কি হয়েছো ?
আজো কি দুরন্ত স্বপ্ন আচম্বিতে দিয়ে যায় হানা ?
শ্লথ-বেণী বসন্তের কুমারী দিনেরা
কুসুম শয়নে শুয়ে তোমাকে কি করে নি ছলনা ?

জীর্ণ বাস্‌-এ গৃহমুখী। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ ?
অনাগত বসন্তের আজ আর নেই কোনো মানে।
ছেঁড়া-হাতা জামা পরে কুবের-ভাণ্ডারী
রেডিয়োর গান শোনো পানের দোকানে।

প্রহরী প্রহরগুলি এখন তো নেই ;
ঘর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ শান্ত এক কাপ চা-এ
কানাভাঙা ফাটা পেয়ালায়।
বাইরে দুরন্ত সন্ধ্যা উন্মত্ত অধীর
তবুও তো শান্তি আছে ছিন্ন তাকিয়ায়।

বসন্তের আগে

শিরদাঁড়া খাড়া করে ঝাড়া ন-ঘণ্টায়
দ্বিপ্রহর শেষ হল পুরাণো চেয়ারে
অগনন সঙ্গী নিয়ে ধূর্ত্ত ছারপোকায়
ক্রমাগত বেড়ে যায় চক্রবৃদ্ধি হারে।
দৈনিকে অহিংস-নীতি—পেতে বসা ভালো ;
টিফিনের অবকাশে পেয়ালা প্রাচীন
মধু ভরা দেহ তার, রঙ্ সে ঘোরালো।
দুটি বিড়ি বরাদ্দেই কেটে গেল দিন।
ছেঁড়া ছাতা কাঁধে ফেলে ঘরমুখো চলো
পশ্চিমে আকাশ দেখো : পাণ্ডু, রক্তহীন।

শীতকাল ছোট দিন, বড় বড় রাত :
ভোরবেলা (তখনো হয়নি তারা ফিকে)
কানে এলো কোকিলের ডাকটা হঠাৎ :
দুর্গা-দুর্গা ! আজকেই নিতে হবে টিকে।

দিবারাত্রি

ফাল্গুনের মধ্যরাত্রে অন্ধ ক্ষুব্ধ বাতাসের ঊর্দ্ধশ্বাস বেগ
বহুদূর সমুদ্রের বাসন্তী-বিহ্বল ধ্বনি নিয়ে এলো দেখি
নারিকেল পত্রঘন নগরের রিক্ত পাত্রে।
ঘুমকে তাড়ালো।
মুহূর্ত্ত-বিস্মৃতি নিয়ে, সময়ের স্বাদভরা দেহে
মনে হল :
কি যে মনে হল

এই রাতে। আজ এই রাতে
আকাশের খেয়াঘাটে শূন্য অন্ধকারে
রূপার জলন্ত নৌকা খেয়ালের বোঝা নিয়ে হল নিরুদ্দেশ।
সমুদ্র-কাকলীভরা বসন্তের এই মধ্যরাত
টলমল, ঝলমল, অন্ধকার, ক্ষুব্ধ বিহ্বলতার।

আবার চৈত্রের দিন গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে ঘোরাফেরা করে
মহাজনী পাঠানের মত। কুঞ্চিত পিঙ্গল পত্র ছত্রভঙ্গ বারবার
দক্ষিণ বাতাসে। আবার এ পৃথিবী মুখর
কামান্ধ বৃষভ গর্জ্জণে।
চৈত্রের চিতায়
জরাগ্রস্ত এ-বছর দেখি ডুবে যায়।

চাঁদ

বৃদ্ধ পিতামহদের শুভ্র শ্মশ্রু তুমি তো দেখেছো বারবার
কৈশোরের উদ্দাম স্বপ্নেরা
তোমার দক্ষিণদ্বারে
এসেছিল কোনো একবার ?
নিদ্রাহীন কত রাত্রি'কুম্‌কুম্‌ কুমারী দলে উপহার দিলে
তোমার অনন্ত যৌবন
কাকে খুসি করে
কবে চেয়ে নিলে ?

রবিশস্যে মাঠ ভরে গেল : কত মাঠ !
শিমুল-শাল্মলী বন
দিয়ে পত্র-কুসুম অঞ্জলী
হল কাঠ। শুধু আজ কাঠ !
সেদিনের কৈশোর-অঞ্জণ বয়সের হাত মুছে দিল
আজ নেই, একদিন
যে উল্লাস
দেহে-মনে ছিল।
প্রৌঢ় চক্ষু মেলে এই, তন্দ্রাময় নীল রাতে, কারে যেন চিনিবারে চাই
যে কুমারীরা সেই দিন
গেয়েছিল যৌবনের
উদ্ধত সঙ্গীত
নাই তারা নাই।

মৈনাক

পৃথিবী পায়ের নীচে
পৃথিবী তো কাঁপে !
উদ্দাম এ রাত :
আকাশের নিবিড় গভীরে
দীপ্ত দৃপ্ত মুখে
তবু তুমি,
তবু তুমি চাঁদ !

কত শিশু রাজা হল, কত রাজা গেল নির্ব্বাসনে
জীবনের ব্যাকুলতা পেল তার চরম উত্তর
মৃত্যুর দর্পণে।
কত ট্রয় ছিন্নভিন্ন : জরাদগ্ধ ভারত-ইজিপ্ট-ব্যাবিলন
নির্ব্বাক নির্লিপ্ত তুমি
তোমার অনেক নীচে
মৃত্যু-জরা করে আলিঙ্গন।

শেষহীন স্বর্ণবালু মরুভূমি ক্ষুধায় শ্মশান,
তোমার কম্পিত আলো সেখানেও ভরে যায় :
অকৃপণ দান !
কত মৃত্যু পৃথিবীর হাড়ের পাহাড়ে নিয়ে এলো ঝড়,
বর্ব্বর দুর্ভিক্ষ এলো
বন্যা-মহামারী
বৎসরেরা বন্ধ্যা, অনুর্ব্বর।
গিরিচূড়া ভেঙে গেল
কত সর্ব্বনাশ
লুপ্ত বনভূমি :

মৈনাক

আকাশের মধ্য বুকে
প্রশান্ত ছায়ায় তবু
পরিচিত তুমি !

আবার বসন্ত এলো।
ফাল্গুনের নিভৃত রত্রিরা সমুজ্জ্বল তোমার শিখায়
বনের ধনুক থেকে
তীক্ষ্ণ তীরের মত
হরিণের দল
মিলে যায় দিগন্ত-সীমায়।
অনেক উল্লাসে ভরা, অনেক বাঁশীর সুরে, কেঁপে ক্ষণে ক্ষণে
ক্ষতির পসরা ভরি
যেই রাত চলে গেল
আজো যেন পড়ে তাহা মনে।

তোমার ধারালো হাসি
তোমার নিঃশব্দ গান
নিষ্প্রভ যৌবন
সেই রাতে ছিল :
সেদিনের কৈশোরের
উদ্দাম স্বপ্নের ছবি
বয়সের হাত মুছে দিল।

আমাদের মৃত্যু আছে, আমরা হারায়ে যাবো, একদিন অতি অকস্মাৎ :
আকাশের নিবিড় গভীরে
দৃপ্ত দীপ্ত মুখে
তবু তুমি ! তবু তুমি চাঁদ।

ঠিকুজি

পশ্চিমের সমাধিমন্দিরে খঞ্জ পঙ্গু কতদিন
বিস্মৃতির রচেছে পাহাড়,
সোনার সূর্য্যেরা আর রূপার চাঁদেরা গেল
অতীতের খোলে নি তো দ্বার।
সন্ধ্যার গম্ভীর গুহা সর্ব্বভুখ রাক্ষসের অনন্ত ক্ষুধাতে
বিভীষিকাময়,
যে-জীবনে উল্লাসের অনন্ত আহ্বান ছিল
পেয়েছে তা স্তব্ধতার ভয়।

তোমার এ দেহখানি সমাধিমন্দির
কত মৃত দিন-রাত-প্রহরের ভগ্নস্তূপে ভরা,
মুহূর্ত্তের মৃত্যু দিয়ে যে-জীবন করেছি সুন্দর
এক দিন গ্রাসিবে তা জরা।
অরণ্যের দীর্ঘশ্বাসে উর্ব্বরা পৃথিবীময়
যৌবনের স্রোত
উত্তেজিত হৃদয়-স্পন্দন,
সায়াহ্নের শালবনে সুমধুর ক্লান্তির মৌনতা
জ্যোৎস্নার কুমারী বন্ধন।

মৈনাক

নবীন দক্ষিণ-ঝড়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের
সীসায় স্তব্ধতা
ভাসাবার মন্ত্র কে শিখাবে ?
চেতনার রুদ্ধদ্বারে অতিথি মৃত্যুর ডাকে
বাজিছে শিকল ;
ছায়াঢাকা পথ খুঁজে পাবে ?
সভ্যতার ওঠাপড়া, সমুদ্রের ওঠাপড়া, শালবনে
মধুর ইসারা
সোনার মুকুটে যারা গেঁথেছিল পাখীর পালক
চলে গেল কোন্ পথে তারা ?

শেষ করে দাও তবে গান, শেষ করে দাও।
জলন্ত যৌবন যদি দিগন্তের জলন্ত শিখায়
পায় তার চরম স্বাক্ষর :
তবে শেষ করে দাও।
মহাকাল জটিল জটায় যে ঠিকুজি করেছে রচনা
সহজ ভীষণ,
বেদুইন দিনশেষে উড়ে-আসা পাখীর পালকে
নাই প্রয়োজন।

মৈনাক

আমাদের নীল শিরা, স্নায়ু-ঘেরা এ জীবন
জটার জটিলে
হারাবে তো পথ;
আকাশের গঙ্গা নিয়ে
পৃথিবীতে কোনো দিন
আসিবে না
সেই ভগীরথ।
মরণ-সমুদ্রকূলে জীবনের অস্তরবি কম্পমান
সোনালি সন্ধ্যায়,
হে সূর্য্য, সোনার সূর্য্য, হীরার আকাশ
আর রূপার চাঁদেরা
বিদায় বিদায়।

সহজ ভীষণ এই কৃষ্ণ আকাশে দেখি
আমাদের ঠিকুজি রচনা।
আজিকার গানগুলি বৈশাখের ক্ষুব্ধ ঝড়ে
কোনোদিন যাবে না তো চেনা!

ভয়

এখানেই ছুটি।   ব্যবসায়ী দিনগুলি
অনেক যোজন দূরে।   ইস্পাতে ঘেরা
বাষ্পীয় যান বাষ্পের বুদ্বুদ্।
ইথারে ভাসানো তারহীন তান তারাময় রাতগুলি
শোনে নি কখনো।
শালের জটলা, বৈরাগী ধুলা, সাঁওতালি শিলাময়
মহুয়ার রাত, নিবিড় বিরাট, তারার মশালবাহী
এখানেই ছুটি।

এখানেই তবে ছুটি।
কাল সন্ধ্যায় আকাশ দেখেছি আমি
মন্থর সুনিবিড়,
পাহাড়ে-পাহাড়ে শিলাময় যৌবন
আকাশে আবির-ভীড়।

বন্ধুর জমি বন্ধ্যা হয়নি
তবুও কোমল নয়,
এখানে বিশাল শালবন আর
রাত্রি মশাল বয়।
ভয়
কাল সন্ধ্যায় তবুও পেয়েছি ভয়,
ইস্পাত-গলা আকাশ রাঙালো চোখ
আগুন ধরালো ধারালো তীক্ষ্ণ নখ
একরোখা রাত বোবুখাটা ছিঁড়ে ফেলে
জানালো সে-কথা নয়!

মৈনাক

আমি শুনেছি তো মন্থর রাত জেগে
সিন্ধুর আহ্বান,
যুবতী পাহাড় ঢেউয়ে ধূলো হবে
প্রস্তর খান-খান।
তারার মশালে রাতগুলি শুধু চুপ করে জেগে রয়
করে কানাকানি না-জানি আবার অশনি কাদের হয়!
কাল সন্ধ্যায় তাই তো পেয়েছি ভয়
ইস্পাত-গলা আকাশ রাঙালো চোখ
ইস্পাত ঝলসায়:
বৈরাগী ধূলা সাঁওতালি-শিলা মহুয়ার জটলায়
আগুন ধরালো খেয়ালি সূর্য্য গতকাল সন্ধ্যায়।

এখানেও ছুটি নয়
তারার মশালে রাতগুলি শুধু চুপি চুপি জেগে রয়!

কাল সন্ধ্যায় তাই তো পেয়েছি ভয়।

সময়

ভুলে যাও তুমি স্বপ্ন-স্বয়ম্বরা
সারথি সময় ময়ূখ-মালায় আসে
ভুলে যাও তুমি নীল নীবীবন্ধনী
উষ্ণ দেহের সুমধুর আশ্বাসে।

কি হবে মাধবী-উপবন-ছায়া দিয়ে
মরণের হ্রেষা চারিপাশে শোনো নি কি ?
কি হবে কোমল কটির স্বপ্ন দিয়ে
সন্ধ্যা যেখানে বন্ধ্যা ও একাকিনী !

রাত্রি ও দিনে জোয়ার-ভাটার টানে
চিরযৌবনা ফিনিক্স তো হবে না,
বেতস বনের জোনাকির দাঁড় টেনে
সুদূরের পাড়ি কখনো তো জমবে না।

মৃত্যু তোমার একদিনো কমবে কি
নীল নিশ্চল ঘুমের বাসর ঘরে
দিনের বেলার কায়াহীন কামনারা
যেখানে সচল অপরূপ রূপ ধরে।

আমি শুনেছি যে ধ্বংসের বীজগুলি
সংখ্যাতীতকে দেবে উপসংহার
বাসনা ব্যাগ্র উন্মুখ দেহগুলি
পৃথিবীর বুকে হবে সুন্দর সার।

মৈনাক

সোনার ফসল, তোমার ফসল নয় ;
কোনো মানে নেই সুমধুর আশ্বাসে।
আকাশের নীল নীবীবন্ধনী ছিঁড়ে
সারথি সময় ময়ূখ-মালায় আসে।

অহল্যা

ঘুঙুরের বোলে মদালস দিনগুলি
মিলনোন্মুখ কিশোরীর মত হল,
নিজেকে মেলিয়া লাজুক প্রতীক্ষায়
গুণিছে প্রহর গুণিছে লহমাগুলি।

প্রস্তরীভূত আমার এ দিন-রাত
শৈবাল ঘুমে মরিছে অহল্যা
কাহার পরশে কচালি দু-আঁখি তার
উঠিবে জাগিয়া, কোন্ সে সুপ্রভাত ?

গাছের আগায় আকাশ জড়ানো আছে
দক্ষিণা বায়ে ক্ষুধিত চৈত্র বেলা :
কঠিন পাথরে নাহি জাগে স্পন্দন
আকাশে-বাতাসে উদ্ধত অবহেলা।

ব্যর্থ হবে কি আমার লহমাগুলি
ঘুঙুরের বোলে মদালস দিনগুলি ?

মৈনাক, সৈনিক হও

স্বার্থান্বেষী ক্রুরচক্রী স্থবির মন্থরা
মন্থর বিষাক্ত ধ্বনি প্রতিদিন আনে
স্ফীত বৃদ্ধ ক্লান্ত জরা দেহে।
অনড় অটল প্রজ্ঞা জীবনের কানে
শুধু এক ক্লান্ত কথা কয়।
দীর্ঘ-দীর্ঘ দিনরাত প্রেত পদক্ষেপে
বিষণ্ণ নিরন্ন প্রহরে
আসে আর যায়।
আজো কি অরণ্য হায় শুধু স্বপ্ন দেখে ?
তারাদের দীপপুঞ্জ জাগ্রত রাত্রিতে ?
শিশিরের গানে আর ঝিঁঝিঁদের গানে ?
মিশরের কানে
মন্থর বিষাক্ত ধ্বনি প্রতিদিন আনে
স্ফীত বৃদ্ধ জরদ্গব দিন :
আয়ুহীন, বলহীন, মেদহীন, হীন।

হে বৈরাগী, ভাবো একবার
গর্ভ অন্ধকার
এ ভীষণ নিশ্চিত জরার।

মৈনাক

যেদিন সে ফাল্গুনের আরক্ত প্রহরে
জ্বলন্ত জীবন যেন মৌমাছির পাখা
মর্ম্মরিত, উচ্চকিত, যৌবন-চঞ্চল।
মর্ম্মরিত উর্ম্মি-বাণীময়
গেয়েছিল জীবনের জয়।
আজ তারা মিশরের মমীর মতন
বিস্মৃতির নিস্পন্দ শিশিরে
কেন জেগে রয় ?

হে জরদ্‌গব দিন
উড়ে যেতে পারো একবার
বাদুড়ের মত ডানা নেড়ে নেড়ে
ঝির্‌ঝিরে
সেই সব আরক্ত প্রহরে ?

মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা
মেদময় স্ফীত বৃদ্ধ জরা।

মৈনাক

রক্তে জাগে পুরাণো সূর্য্যের ইতিহাস
সে কি পরিহাস ?
এ সুদীর্ঘ দিনরাত্রি প্রেতপদক্ষেপে
স্মৃতিকে করেছে পিরামিড,
আর সব ঊর্ম্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মমি হায়
শিশিরে ধূসর।

মৈনাক, সৈনিক হও।